দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... SEP. 01 1999
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

27

ই-মেইল করার খুঁটিনাটি

ই-মেইল কি বা কেন তা বোধ করি নতুন করে বলার আর কিছুই নেই। যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন তারা তো বটেই এমনকি যাদের নেই তারাও অনেকে এ সম্পর্কে জানেন। কিন্তু প্রায়ই সমস্যা দেখা যায়, ই-মেইল লিখবার ধরন নিয়ে। অর্থাৎ, কিভাবে একটা ই-মেইল পাঠালে সেটা প্রেরক এবং প্রাপক উভয়েরই সুবিধা এবং সাশ্রয় হয়। এ সমস্যাই যে শুধুমাত্র নতুন ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেই হয় তা নয়, অনেক পুরানো ব্যবহারকারীরাও এই সমস্যায় ভোগেন।

ই-মেইল লিখা বা পাঠানোর সময় একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তা হলো, ই-মেইলের সাইজ যেন ছোট হয়। কেননা এটার সাইজ যতই ছোট হবে, প্রেরকের পাঠাতে এবং প্রাপকের ডাউন লোড করতে সময় ততই কম লাগবে। যা একদিকে উভয়েরই সাশ্রয় ঘটাবে এবং অপরদিকে ইন্টারনেটে ট্রাফিক জ্যাম হ্রাস করাবে। এই জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে।

১. মেইলটি যদি ফরমাল হয় তবে অবশ্যই তা ফরমাল বা অফিসিয়াল লেটারের মত কড়াকড়ি নিয়মে লিখতে হবে। কিন্তু যদি ইনফরমাল হয়, তবে চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব স্মল লেটারে লিখবার। আর যে শব্দগুলোর উপর আপনি অধিক গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন সেগুলো ক্যাপিটাল লেটারে লিখবার, কারণ ই-মেইলের ক্ষেত্রে, স্মল লেটারগুলো স্বাভাবিক স্বরে কথা বলে; আর ক্যাপিটাল লেটারগুলো চিৎকার করে কথা বলে। এটা একটা নেটিকেট।

২. যতটা সম্ভব সংক্ষেপে লিখুন। ধরুন আপনি লিখতে চাচ্ছেন "How are you?" কিন্তু আপনি এই কথাটি এভাবে না লিখে যদি অন্যভাবে অর্থাৎ "how r u?" লিখেন তা হলে আপনার সময়ও কম লাগবে আবার মেইলের সাইজও ছোট হবে এবং ইন্টারনেট জ্যামও কম হবে। কেননা ২য় পদ্ধতিতে লিখলে আপনার ৪টি (চার) অক্ষর বেঁচে যাচ্ছে। আবার একটা অক্ষর পাঠাতে প্রয়োজন হয় ৮বিট। অর্থাৎ মোট ৩২টি বিট বেঁচে যাচ্ছে।

৩. অবশ্যই একটা যথোপযুক্ত সাবজেক্ট উল্লেখ করবেন।

৪. যদি কোন ইমেজ বা ছবি এটাচমেন্ট হিসাবে পাঠাতে চান তো কখনই সেটি BMP ফরম্যাটে পাঠাবেন না। বরং সেটি JPG বা GIF ফরম্যাটে পাঠাবেন। কেননা JPG বা GIF ফরম্যাট BMP ফরম্যাটের তুলনায় আকারে অনেক ছোট।

৫. যখনই কোন এটাচমেন্ট পাঠাবেন, অবশ্যই তার একটা খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ই-মেইলের বডিতে উল্লেখ করবেন। এটা প্রাপককে এটাচমেন্টের বিষয়বস্তু বুঝতে সহায়তা করবে।

৬. সব সময়ই চেষ্টা করবেন প্লেইন টেক্স-এ অর্থাৎ নন-এইচ, টিএম এল ফরম্যাটে মেইল পাঠাতে। কেননা আপনার প্রাপক যে ই-মেইল ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করেন, সেটা যদি এইচটিএমএল ফরম্যাট সাপোর্ট নাও করতে পারে, আর সে ক্ষেত্রে আপনার পাঠানো মেইলটি একটি কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা নিবে।

শহরের অধিবাসীদের যেমন বলা হয় সিটিজেন ঠিক তেমনি ইন্টারনেটের অধিবাসীদের অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের বলা হয় নেটিজেন। আর নেটিজেনদের এটিকেটকে বলা হয় নেটিকেট।

❑ জামিল আহমেদ